কোন পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ খবরের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা নিরন্তর নজরে

সুপ্রভাত বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র

supravatbangla.com

সুপ্রভাত বাংলা | বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৬২ - মঙ্গলবার ৩০ জুন ২০২৬ - ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ | PRGI No. WBBEN/25/A1519 | মূল্য ৪ টাকা ৪ পাতা

বদলে গেল LPG সংক্রান্ত একাধিক নিয়ম

রান্নার গ্যাসের নতুন দাম কার্যকর

মোদীর মুকুটে নতুন পালক

বাঁচবে ৪০,০০০ কোটি টাকা

সক্রিয় প্রতারণা চক্র

সুপ্রভাত বাংলাঃ [illegible]

কাউন্সিলরকে 'ভূত' করলেন মহিলারা

সুপ্রভাত বাংলাঃ লাবনী মান্নাঃ অভিযোগ উঠেছে যে সরকারি জমি ইতিমধ্যে তৃণমূলের নেতৃত্ব কার্যালয় বুলেছিলেন সময়ে পুরসভার ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আপার বাড়ি। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জোটার কার্ড, গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং রেশন কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। মিলেছে ভোটার। কার্ড থেকে দেওয়া হয়েছে জাল টাকা, যা এই ওয়ার্ডেরই লেখা ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। জানাগেছে তৃণমূল কাউন্সিলর এবং তাঁর নেতার উপরে আক্রমণ পাল্টে দেয়। ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গীকে মারধর করা হয়। পরিস্থিতিতে কাজেই কবি মাখিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূল কাউন্সিলরকে। তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। দমদমের বিধায়ক অভিজিৎ বক্সি দাবি করেছেন, গত কয়েকদিন এই পার্টি অফিসের সামনে তৃণমূল কাউন্সিলর এবং তাঁর কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ ঘোরাফেরা করছিলেন। রবিবার সকালের একই ঘটনা ঘটে। তারপর ঘটনাস্থলে বিরোধী নেতা-কর্মীরা চলে আসেন। জেলা হয় তৃণমূলের পার্টি অফিস। প্রশ্ন নয়ত তুলেই একটি আলমারির সন্ধান মেলে। প্রাথমিকভাবে সেই আলমারি খুলতে চাইছিলেন না তৃণমূলের লোকজন। শেষপর্যন্ত আলমারি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় বলে দাবি করেছেন দমদমের বিধায়ক বিজেপির অভিজিৎ বক্সি, আলমারি খুলতেই বান্ডিল-বান্ডিল ভোটার কার্ড উদ্ধার করা হয়। মেলে রেশন কার্ড। ছিল খালি কার্ডও। শুধু তাই নয়, ভাল নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ি ও জমির নথিপত্র এবং দলিল পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে ভোটার। এই ভোটারিতে জেলাসহিত অন্য লেখা ছিল। নাম ধরে ধরে টাকায় অন্য লেখা আছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরকে কাদা মাখানো হল। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে প্রচুর পরিমাণে ভোটার কার্ড, গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং রেশন কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। বিক্ষোভ দেখিয়েছে কংগ্রেসিরা।

পুলিশের পর প্রাথমিক তদন্তে নামল ইডি

সুপ্রভাত বাংলাঃ [illegible]

জোটের অঙ্কে বহু মন্ত্রীকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ [illegible]

১০৮ কলস জলে স্নান সারলেন মদনমোহন

সুপ্রভাত বাংলাঃ [illegible]

অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

সুপ্রভাত বাংলাঃ [illegible]

সম্পাদকীয়

মধ্যপ্রাচ্য ফের সংঘাত

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

একের পর এক পাল্টা হামলা এবং ক্রমাগত হুঁশিয়ারিতে মুখ পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ইরান সরাসরি আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, আগামীকাল হামলার জন্য কিসেন্ডে ওয়াশিংটনকে "সাবধানতা" জোর করতে বলা। একইসঙ্গে ইসলামাবাদ আকাশের সেপাশলিকেও সতর্কবার্তা দিয়েছে তেহরান। আন্তর্জাতিক মহলের আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে গোটা পশ্চিম এশিয়া আরও বড় সংঘাতের মুখে পড়তে পারে। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার, যখন মার্কিন বাহিনী ইরানের ফোর্দো ও নতান্জ পরমাণু কেন্দ্রে বোমা হামলা চালায়। পাশাপাশি ইসফাহানসহ কয়েকটি জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা হয় বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে। এর জবাবে ইরান কুয়েত ও কাতারে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। যদিও এখনও পর্যন্ত এই হামলা নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে কুয়েতের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্ভবমতো সক্রিয় করা একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন শনাক্ত করে ধ্বংস করেছে। ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও সামনে আসেনি। এই ঘটনার পর ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) একটি কড়া বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, আমেরিকা যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে এবং তারই জবাবে তেহরান এই পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আইআরজিসি আরও অভিযোগ করেছে, পশ্চিমাদের মধ্যস্থতায় যে সমঝোতা স্বাক্ষর হওয়ার কথা ছিল সেই সমঝোতার ভিত্তি ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে। এদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি সোমবার জানিয়েছেন, তেহরান এখনও কূটনৈতিক সমাধানের পথ খোলা রাখতে আগ্রহী। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, যদি আমেরিকা আবার হামলা চালায় তাহলে তেহরান তার যথাযথ জবাব দেবে। তিনি বলেন, "আমরা ইতিমধ্যে যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়েছি। কিন্তু সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার আছে।" অন্যদিকে ইসরাইল ও সৌদি আরবের মতো মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ এখনও পর্যন্ত এই হামলার সরাসরি নিন্দা করেনি। বিশ্লেষকদের মতে, সরকার পরিবর্তনের পর ট্রাম্প প্রশাসন এই অঞ্চলে আরও বেশি আক্রমণাত্মক অবস্থান নিতে পারে। ফলে বড় শক্তিগুলির মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় থাকলেও পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তেল উৎপাদক দেশগুলির সংগঠন ওপেক ও তাদের মিত্রদেশগুলি আগামী ১ জুলাই থেকে দৈনিক ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ হিসেবে ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের প্রভাবকে দায়ী করা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত বাজারে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা এখনই স্পষ্ট নয়। কারণ ইরান ও ইজরায়েল উভয়ই তেল উৎপাদক দেশ। ফলে যুদ্ধ যদি তেল উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে। এর প্রভাব শুধু জ্বালানি বাজারে নয়, বিশ্ব অর্থনীতিতে ও পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে গোটা পশ্চিম এশিয়া আরও বড় সংঘাতের মুখে পড়তে পারে।

গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলার

সুপ্রভাত বাংলা: শনিবারই প্রাক্তন বিধায়ক বিধান রায়ের ঘনিষ্ঠ হুমায়ুন কবিরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত কাউন্সিলারের নাম ইমরান খান। তিনি পানিহাটি পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। রবিবার রাতে বীজ বাগবাজার এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাকে নগর পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক বিধান রায়ের প্রাক্তন দুবার সাহায্যক বিধান রায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও তোলাবাজি নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় কুণ্ডুপাড়া সাজানো অঞ্চলের ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন, বিধান পুলিশ তোলাবাজি করছে। অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাকে নগর পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক বিধান রায়ের প্রাক্তন দুবার সাহায্যক বিধান রায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও তোলাবাজি নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় কুণ্ডুপাড়া সাজানো অঞ্চলের ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন, বিধান পুলিশ তোলাবাজি করছে। অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়ছে সরকার

সুপ্রভাত বাংলা: ছাত্রদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় প্রত্যেকের পক্ষ থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন বড় জায়গা জুড়ে ছিল এই ইস্যু। বিপুল জনরোষ নিয়ে আন্দোলন আসার পর সেই প্রতিক্রিয়ায় পুলিশের নিজেই এবার আন্দোলন সমাধানে পা বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া দিল। সূত্রের খবর, এখনই বিধানসভায় এই গুরুত্বের কেন্দ্রে নিয়ে পেশ করা হচ্ছে না। এটি প্রতিবেদনটিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আলোচনা করতে নানাক্ষেত্রে প্রশাসন। এর পরিবর্তে, বিভাগীয় স্তরে বিশেষ পর্যালোচনার জন্য আপাতত একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই কমিটির পেশ করা বিস্তারিত রিপোর্ট এবং সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই আগামী দিনে বিধানসভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রমতে, সোমবার রাজ্য বিধানসভায় 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল, 2026'-এর বিষয়ে বিবৃতি দিতে গেলেন বলে জানা গিয়েছিল। ইউসিসি বিল ছাড়াও আরও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল— যেমন 'পশ্চিমবঙ্গ আবাসনের প্রাণি (কেলিকি প্রাণি ও উদ্ভিদ) আইন (পরিবেশ ও পশু শুশ্রূষা সংরক্ষণ) (সংশোধনী) বিল, 2026', 'পশ্চিমবঙ্গ বাসস্থানের প্রাণি কমিশন (সংশোধনী) বিল, 2026', 'পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা (সংশোধনী) বিল, 2026' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ ডাকবিভাগের ও সমান্তরালবর্তী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল, 2026'— বিধানসভায় পেশ করা হবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সরকার পরিবেশ ও জনস্বার্থ উভয়দিক, একসঙ্গে বিবেচনা করেই এ বছরও অধিবেশনে আইনি কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে বাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাই সমাজমাধ্যমের কোলাহলকে পুরোপুরি না দিয়ে সম্পূর্ণ আইনি ও নিয়মতান্ত্রিক পথেই এগোনো হচ্ছে বলে। সরকার এই আইনের কার্যকরী দিক যাতে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়, তা নিয়ে প্রচার চালানো হবে। সরকার আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, সুনির্দিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা এবং সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন পক্ষের মতামত, আইনি দিক এবং সামাজিক প্রভাব সহজ ভাষায় তুলে ধরা হবে। সূত্রের দাবি, 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাস্তবে হলেই' এর বিধি প্রস্তুত আছে।

হুমায়ুনকে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

সুপ্রভাত বাংলা: তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এমন ইতর ভাষায় কবীরের মতো নেতাদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। এই ভাষা কথা বলার আগে ২৬ বার ভেবেছেন হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।" তাঁর নিজেকে দুটি একাধিকবার পাল্টে গেছে বলেও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী হুমায়ুন কবীরকে তৃণমূল কংগ্রেস 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সেই বক্তব্যকেই কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় 'পাল্টাই আজ আবীর' উপাধি করেন বিরোধী বিধায়ক উদয়ন গুহকে। এই পাল্টাই আজ আবীর উপাধি করার সময় অধিবেশনের বিধায়কে নাকি বলেন যে, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তেমন নাগরের বিধায়ক যে অশালীন মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে কেন বিবৃতি দেওয়া হয়। বিধানসভায় অশ্লীল শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিধানসভা পিঠাসন প্রধান বসু পরিষদীয় মন্ত্রী শশী পাঁজা যোগের ৫ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপরই মন্ত্রী জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আজ বিধানসভায় এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। এরপরই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হুমায়ুন কবীরকে তিনি বলেন, "আমার দুটি একাধিকবার পাল্টে গেছে। আপনি আমি কবীর।" হুমায়ুন কবীরকের মতো মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। একদিন আমাকে কটাক্ষ করেছে যেটা সেটাই। আমি জানি আপনি কেন কটাক্ষ করেছেন। আপনার হাতটাইরের কারণ আমি জানি। আপনার দুটো স্ত্রী আছেন। আপনার দুটো স্ত্রী আছেন। জানতাম, বোঝানোর মত পাল্টাবে ছেড়ে আপনার মতো নিয়ে যাওয়া কিন্তু আপনাকে বলেছি। ১২ পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ছেড়েছে নিজের হাতে দেওয়ার জন্য আপনি এটা করেছেন।" একসাথে কাগজে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আমি বলছি, কান খুলে শুনে রাখুন। একবার নামাক জন্য বক্তব্য রাখবে আমি কেন না। আপনাকেও একজন ছিল আর একজন জীবনসঙ্গিনী আছে। আমি-আপনাকে নামিয়ে দেবেন। আপনার স্ত্রী হবেন, দেখবেন সবাই। আর একটা ছিল 'পুষ্প মুখোশ বেরি'। এমন মুখোশে এমন যে, যেটা পাল্টে বাজার নাম করে ওঠেনা করতে করতে যাচ্ছে। আমাদের আমিন দেখে কথা বলে, তোমার বাজারে আমাদের শেষ কথা বলে না। এই বক্তব্য কথা সবার আগে ২৬ বার ভাববেন, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "আমি বিধানসভায় বলছি, এটাই এর (হুমায়ুন কবীর) শেষ বক্তব্য। মাঁর থেকে তোমোদের অনুরোধে, আমাদের আমি তুলব। এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে।" আমি সপ্তাহের পরিষদীয় মন্ত্রী বসু বিধানসভায় যা হয়েছে তেমন পাল্টাবে পেশ করেছেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক শশী পাঁজা। তিনি বলেন, "আমি বিধানসভায় বলছি, এটাই এর (হুমায়ুন কবীর) শেষ বক্তব্য। মাঁর থেকে তোমোদের অনুরোধে, আমাদের আমি তুলব। এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে।" আমি সপ্তাহের পরিষদীয় মন্ত্রী বসু বিধানসভায় যা হয়েছে তেমন পাল্টাবে পেশ করেছেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক শশী পাঁজা।

অথৈ জলে অভিষেকের বিদেশযাত্রা

সুপ্রভাত বাংলা: বিচারপতি সৌমেন ভট্টাচার্য কেন্দ্র ওনানির আবেদন জেরে স্থগিত করে দিলেন আজ। জুলাই মাসে মূল মামলার শুনানি এই বিষয়ে শুনানি করবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। গত সপ্তাহের আইনজীবী এই মামলার শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারপতি তা গ্রহণ করেননি। আজ সোমবার সকালে জের আইনজীবী জয়ন ভট্টাচার্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনির্বাচনের সম্ভাব্য সংক্রান্ত মামলায় আদালত তাকে প্রকাশনার দিলেও বিদেশ যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। সেই মামলাতেই নির্দেশ শিথিল করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। বিচারপতি জানান, আবেদন যাই হোক এখন শুনানি করা সম্ভব নয়। জুলাই মাসে এই মামলার শুনানি করবেন তিনি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ছিন্ন হওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু করার দাবিতে এদিন জের মামলার শুনানির আবেদন করা হয়। আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বিচারপতি সৌমেন ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকেই জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান। বিচারপতি মামলার গুরুত্ব সব পক্ষকে সার্ভ করতে নির্দেশ দেন। আজ বেলা ১টার সময় শুনানি করা হবে পরে প্রথমে জানতেন পরে বিচারপতি জানান, আগামীকাল মঙ্গলবার শুনানি হবে। ২২ জুন দলের আজ অ্যাকাউন্টের লেনদেন চালু করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লক শুনানি হোয়াইল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল। মামলা করার অনুমতি নিয়ে দলটি আজকেই পেটিশন শুনানির সওয়াল করা জানিয়েছিলেন বিচারপতি সৌমেন ভট্টাচার্য। তবে সেই মামলা দায়েরের আজ আট দিন পেরিয়ে গেলেও শুনানি হয়নি। এই মামলার শুনানি ১০ জুন মঙ্গলবার করা হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

গ্রেফতার ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর

সুপ্রভাত বাংলা: জোনালাইট ও প্রাণবাবুর হুমকির মামলায় গ্রেফতার করা হল কলকাতা পুরনিগমের 134 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শফিক ইকবাল আহমেদকে। মঙ্গলবার ধরে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে ইকবালপুর থানায় আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে। জোনালাইট থেকে আমাদের পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আদালতের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ জুন 2026 বুধবার ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর ১৪৪(১), ১১(১)(b), ৩৪১ ধারায় পাশাপাশি ২৫ আর্মস ৭৭ ও ৭৭ ধারায় একটি মামলা রুজু হয়। অভিযোগকারী মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা ১১ নম্বর বাসী মহাবন পাসান। তাঁর অভিযোগে, পাসান ইকবাল ওরফে রাজিব ছাড়াও মহম্মদ দানিয়ে ওরফে নুন, নিজাম তুরেশি ওরফে টুটি বিরুদ্ধে এবং ঘটনার অজ্ঞাত আরোপকারী গ্রেফতারির নাম রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, 2023 সালের জুন মাস থেকে অভিযুক্তরা নানাভাবে অভিযোগকারীর কাছ থেকে একাধিক পরিস্থিতিতে নানারকম প্রলোভনের নামে নানা ১০ লক্ষ টাকা তোলাবাজি করে। অভিযোগ, অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের জন্য একাধিক এই বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়। এরপর এখন আবার নতুন করে আরও ১৫

চালু হচ্ছে তৃণমূল জমানায় বন্ধ হওয়া জুটমিল

সুপ্রভাত বাংলা: [illegible] শ্রমিকপক্ষের মধ্যে আলোচনার পর কী ফলাফল দিল সেদিন সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। এই ঘোষণায় স্বস্তি নিশ্বাস ফেলেছেন [illegible] শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। বহুদিন পর কর্মসংস্থানের নতুন আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আমৃতপাট বন্ধ হয়ে যায় কাঁকিনাড়া জুটমিল। প্রথমে ১৫ দিনের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখার নোটিশ দেওয়া হলেও পরে সেই সময়সীমা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়েছে। মিল কর্তৃপক্ষ কাঁচামালের অভাব, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক ক্ষতির কারণ দেখিয়ে কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক [illegible] হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন ধরে বেতন ও ছাঁটাইয়ের সাংগঠনিকরা আন্দোলন ও বিক্ষোভে সামিল হলেও সমাধান মেলেনি। এবার রাজ্যে শিল্পায়ন ও বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে কাঁকিনাড়া জুটমিল পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সরকারের মন্ত্রী [illegible] শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে। সেই বৈঠকেই মিল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত ঐকমত্য তৈরি হয়। তিনি জানান, আগামী ১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎপাদন শুরু হবে। পাশাপাশি প্রায় ১৭টি বন্ধ জুটমিল পুনরায় চালুর প্রস্তুতি চলছে এবং খুব শীঘ্রই সেগুলিও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে মিল থেকেও কাঁকিনাড়া জুটমিলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৮৩ সালে 'কাঁকিনাড়া জেনারেল কোম্পানি লিমিটেড' নামে এই কারখানার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছিল। প্রায় দেড় শতাব্দীর ইতিহাসে একাধিকবার মালিকানা বদল হলেও শিল্পাঞ্চলের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবেই পরিচিত ছিল এই জুটমিল। বর্তমানে এটি 'কাঁকিনাড়া জুটমিল লিমিটেড' নামে পরিচিত। দিদি পুনরায় চালুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই শ্রমিক মহলে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, কাঁকিনাড়া জুটমিলের [illegible] শ্রমিকদের অনিশ্চয়তার পর এবার বেতন ও পুরনো বকেয়া পরিশোধের জন্য নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও সাধারণ মানুষও মনে করছেন, জুটমিল চালু হলে গোটা এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এখন দেখার বিষয় ১ জুলাইয়ের পিছনে, যেদিন দীর্ঘ বিরতির পর আবারও কাঁকিনাড়া জুটমিলের চিমনি ধোঁয়া উগরে এবং শিল্পাঞ্চলে ফিরবে কর্মচাঞ্চল্য। গত বছরের ডিসেম্বরে আমৃতপাট বন্ধ হয়ে যায় কাঁকিনাড়া জুটমিল। প্রথমে ১৫ দিনের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখার নোটিশ দেওয়া হলেও পরে সেই সময়সীমা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়। তবে এবার রাজ্যে শিল্পায়ন ও বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে কাঁকিনাড়া জুটমিল পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জলমগ্ন কোচবিহার

সুপ্রভাত বাংলা: শহরের সুনীতি রোড, দেশবন্ধু রোড, বিবেকানন্দ রোড, জয়নারায়ণ রোড, বড় বাজার নারায়ণ রোড-সহ বিভিন্ন জলজটপূর্ণ রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বন্ধ জায়গায় রাস্তার জল নামানোর ব্যবস্থা না থাকায় জল দুর্ভোগ পড়েছে। ফলে হকারদের পিসিআর ফুটপাতরা বসিন্দারা। এদিকে, রাস্তাঘাটে জমানো আবার যান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারী, গাড়ির চালক এবং যাত্রীদের। শুধু রাস্তাই নয়, নিচু এলাকার বাড়িঘরেও বৃষ্টির জল ঢুকে পড়েছে। ফলে গৃহস্থদের জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়, আর টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। জমে জল নিকাশির ব্যবস্থা ও স্থানীয় নজরদারির দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিকে, জল জমে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন এলাকায় যানজটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনেক জায়গায় ছোট গাড়ি ও মোটরবাইক চালকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিকাশ পাল বলেন, "শহরের নিকাশিব্যবস্থা নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে না। সামান্য জল জমলেই পড়তে হয়। শহরের জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। আগে অন্যান্য নিকাশির সমস্যার দূর পড়ছে হচ্ছে।" বিজেপি নেতা পঙ্কজ বুদ্ধ বলেন, "শহরের শহর জেনারেলিজ। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার জন্য শহরে আগে জল জমতো না। কিন্তু বিগত কিছু বছরে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কর্মীরা নিয়মিত কাজ করছেন না। নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণের অভাবের পর থেকে পরিস্থিতিগুলোর দ্রুত উন্নতি হচ্ছে না। ফলে জনজীবনে দিনের উপর।" বাজার শহর জেনারেলিজ। শহরের বেশ কয়েকটি এলাকা এবং শহরের বাজার এলাকায় জল জমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুজিত দাস বলেন, "বৃষ্টি হলেই দোকানে জল ঢুকে যায়। ক্রেতারা আসতে চান না। ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর।"

সুপ্রভাত বাংলা

৪নং পাতা

পরাজয়ে 'আবর্জনা' সাফ হওয়ার তত্ত্ব দিলেন কুণাল

সুপ্রভাত বাংলা: সম্প্রতি পশ্চিমের এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। দলের এই চরম বিপর্যয়ে নিচুতলার কর্মী থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতৃত্ব— সকলেই যখন চরম হতাশ এবং আত্মবিশ্লেষণে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর মতে, দলের এই হার আসলে দলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হয়েছে। কারণ, এই পরাজয়ের ফলে দলের ভেতরে থাকা সমস্ত 'আবর্জনা' পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এবং প্রকৃত মানুষের পরিচয় সামনে এসেছে। সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ পোস্ট করে দলের এই পরাজয়কে কার্যত 'শুদ্ধিকরণ' হিসেবেই তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। ফেসবুক পোস্টে কুণাল ঘোষ অকপটে স্বীকার করেছেন যে, দলের এই পরাজয় প্রাথমিকভাবে তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তিনি নিজে অফলাইন থাকলেও, সরকার গড়তে না পারার যন্ত্রণায় সেই রাতে রাতিমতো অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "৪ মে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার পরিচালনা হওয়ার পর থেকে সেদিনটা। নিজের দল হারলে যেমন লাগে। সোশ্যাল মিডিয়া আমার মনটাকে যেমন অনেক দিতে পারেনি।" কিন্তু প্রাথমিক সেই হতাশা কাটিয়ে উঠে বর্তমানে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে তিনি মনে করছেন, এই পরাজয় আসলে দলের শুদ্ধিকরণের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, "কিছু আজ মনে হচ্ছে যা হয়েছে, ভালো হয়েছে।" কুণালের এই নিজস্ব ভাবনা উঠে এসেছে এক চরম বাস্তব। তিনি মনে করেন, দল যদি পুনরায় ক্ষমতায় আসত, তবে দলের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীদের বদলে সেই সুবিধাবাদী এবং ভুয়োদের দলটি ফের ঘেরাটোপে ঘিরে রাখত। দলের মধ্যে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং উন্নত লোভলোভের দাবী যে ক্ষমতায় ফিরলে আরও বৃদ্ধি পেত, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, ক্ষমতার প্রতিপক্ষ থেকে অপপ্রচারী এবং আন্তর্জাতিক সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন কুণাল। তাঁর বক্তব্য, "আমি তৃণমূল জিতত, এই বিশ্বাসঘাতকরাই আবার হয়ত জিনিসে দিয়ে রাখত, যারা সুবিধেবাদী, ভাবছি লড়ু পেয়ে আমাদের সঙ্গে মিশত; কিন্তু ভেবেছিলাম, যারা নিজেদের বাঁচাতে সবু সাজছে, তারা আবার লাগামছাড়া দুর্নীতি করত; দলের কাজের ব্যাকরণ ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার মারত বাড়ত; কিন্তু লড়ু থেকে ক্রিমিনাল বিদেশীদের উপর বাড়াবাড়িরকম সমর্থনীকৃত করত, দলের একাংশকেও ছাড়ত না; কিন্তু আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটি আমাদের মঞ্চ আলো করে দলে জনপ্রতিনিধিদের সুবিধে দিত"। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নন, প্রশাসনের একাংশ এবং সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবী মহলের বিরুদ্ধেও তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এই সময়। তাঁর মতে, ক্ষমতায় থাকলে পুলিশ, আমলা এবং কথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দলটিকে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, "একাংশের পুলিশ, আমলা, বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কিন্তু বুদ্ধিজীবী নামধারী দলটিকে অবাধ ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সাজাচ্ছে।" এই সমস্ত সুবিধাভোগীদের দিয়ে দলের যে সমস্ত প্রকৃত কর্মী দিনের পর দিন মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সংগঠন তৈরি করেছেন, তাঁরা যে চূড়ান্ত অবজ্ঞার শিকার হচ্ছিলেন, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কুণাল। তাঁর মতে, " প্রকৃত কর্মী, সংগঠক, শুভানুধ্যায়ীরা উপেক্ষিত থাকছেন। বুকভরা অভিমান নিয়ে অসমর্থ অবস্থায় শিয়রের কোণে বসে বলছি করছেন।" তাই ছোটোর এই অপকেন্দ্র দলের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিলেও, তা যে দলের ভিতরের জঞ্জাল সাফ করতে সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তিনি লিখেছেন, "এই ছোটোর ফল হয়ত দলের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আবর্জনা সাফ করে মানুষ চিনতে সাহায্য করেছে।" তবে ক্ষমতা হারালেও তৃণমূল কংগ্রেস যে শেষ হয়ে যায়নি, বরং আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে ঘুরে দাঁড়াবে, সেই প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন তিনি। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে তিনি জানিয়েছেন, "মাননীয় উপনেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অর্থ দলকে প্রকৃত ভালোবাসা কর্মীরা। তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই চালাবে।" এই কঠিন সময়কে দলের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা হিসেবেই দেখছেন কুণাল। তাঁর কথায়, "মনে রাখবে, মেঘ কাটছে, আগামীদিনে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে দেখবে সময়ের পরীক্ষা দলকে আগামীর জন্য শক্তিশালী করছে।" পরিশেষে, সুবিধাবাদী স্রোতের পা না ভাসিয়ে কঠিন সময়ে দলের পাশে থাকার লড়াই যে হলেই সত্যের জয় হবে, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। কুণাল ঘোষের পোস্ট বাকি, "আবে, ক্ষমতামুখী সুবিধেবাদী স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দলের দম দরকার। মনুষ্য নজর রাখছেন।

শওকত ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে গ্রেফতার করল NIA

সুপ্রভাত বাংলা: নিজস্ব সংবাদদাতা, বহিরঙ্গ মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার লালগোলা থানার অন্তর্গত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পলাশীপুর বাইপাস মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে। পরে তাদের আলিপুরে পেশ করা হবে। ঘটনাটি সোমবার পশ্চিম পুলিশ জেলাগুলির সিটিশ দেশ বিভাগের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত পারভেজ ইসলামের বিরুদ্ধে খুন, জোরপাড়ি, দলপতি, পুরুষ কার্যকলাপ-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে মোট ৩৭ মামলা রয়েছে। এই নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা তাদের কাছে। তদন্ত পেয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অভিযোগ মিলিলে, গতকাল খড়গপুরে বুধবিল পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এলাকার অসংখ্য মৃত্যু, জমি দখল এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, পারভেজ ইসলাম এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার হওয়া শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। একাধিক সাক্ষীদের অভিযোগে, তৃণমূল ক্ষমতা থাকাকালীন শওকত মোল্লার ছত্রছায়ায় পরিচিত ছিল পারভেজ। একদিকে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পগুলির নাম উল্লেখ করে একাধিক জোরপাড়ি থেকে সাধারণ মানুষের জমি জড়ি জোর করে কিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জমি জড়ি জোর করে কিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জমি জড়ি জোর করে কিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে